মুজিবনগরে ৩ দিনব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন

“নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করি, নিজের জমি সুরক্ষিত রাখি”—এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বর্ণাঢ্য র্যালীর মধ্যদিয়ে উদ্বোধন হয়েছে তিন দিনব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২৫। র্যালীটি উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেলা চত্বরে এসে শেষ হয়। গতকাল রবিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ভূমি অফিসের আয়োজনে সেবা সপ্তাহর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

এ মেলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে উৎসাহিত করা এবং ভূমি সংক্রান্ত সেবা ও তথ্য প্রদান করা। এসময় তথ্যকেন্দ্র ও সেবা বুথের উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহামুদুল হাসান,মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন জানান, রবিবার থেকে মঙ্গলবার (২৫-২৭ মে) প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে এই সেবা। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, ই-নামজারি, ই-পর্চাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে।

তিনি আরও জানান, এই সেবা সপ্তাহের মূল লক্ষ্য—ভূমি সংক্রান্ত ডিজিটাল সেবা সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।এখান থেকে হাতে-কলমে শেখানো হচ্ছে কীভাবে ঘরে বসে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, নামজারির আবেদন ও ই-পর্চা সংগ্রহ করা যায়।

মেলার অংশ হিসেবে ২৬ মে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে এবং ২৭ মে উপজেলা অডিটোরিয়ামে জনসচেতনতামূলক সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ভূমি অফিসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলায় ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসেবা প্রদান, ডিজিটাল রেকর্ড যাচাই, অনলাইন খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ, নামজারি আবেদনসহ নানা সুবিধা প্রদান করা

হচ্ছে।

মেলাটি সাধারণ মানুষের ভূমি সংক্রান্ত জ্ঞান বাড়াতে এবং সেবা প্রাপ্তিকে সহজ ও স্বচ্ছ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মুজিবনগরে নারী-শিশুসহ ১৯ জনকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মুজিবনগরে নারী ও শিশুসহ ১৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বাংলাদেশে ঠেলে (পুশব্যাক) দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

রবিবার ভোররাতে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়।

তারা সীমান্ত পার হয়ে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকায় অবস্থান করলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে ৯ জন শিশু, ৫ জন নারী ও ৫ জন পুরুষ। আটক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার কাঠগিরি গ্রামের আব্দুল জলিলের মেয়ে মোমেনা খাতুন এবং তার তিন ছেলে মোজাম্মেল হক (২৩), মোস্তাক আহমেদ (১৯) ও কাবিল (১১)। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার জয়মঙ্গল ১১ মাথা গ্রামের জালালউদ্দিনের ছেলে মইনুল ইসলাম, তার স্ত্রী কাঞ্চন বেগম এবং তাদের তিন সন্তান কারণ (১৪), রবিউল (৭) ও মরিয়ম (৪)। লালমনিরহাট জেলার সদর থানার চুঙ্গগাড়া গ্রামের মৃত গণেশ চন্দ্র পালের ছেলে নিতাই চন্দ্র পাল, তার স্ত্রী গীতা রানী পাল এবং তাদের তিন মেয়ে পার্বতী পাল (১৫), পূজা রানী পাল (৭) ও আরতী পাল (৩)। কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার কুঠিচন্দ্রখানা গ্রামের খলিলের ছেলে আমিনুল ইসলাম, তার স্ত্রী পারুল এবং তাদের দুই মেয়ে আমেনা (৪) ও আরফিনা (১১ মাস)।

আটককৃতরা জানান, তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন এবং ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে বসবাস করছিলেন।

প্রায় ছয়-সাত দিন আগে ভারতের হরিয়ানার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর জেলে রাখা হয়। পরে রবিবার ভোরে মুজিবনগরের সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুশব্যাক করে বিএসএফ।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, আটককৃতরা কেদারগঞ্জ বাজারের বিআরটিসি কাউন্টারে অবস্থান করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করে থানায় আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

মুজিবনগরে সহকর্মীদের পিটুনিতে দলিল লেখক আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে লিফলেট বিতরণকে কেন্দ্র সহকর্মীদের পিটুনি ও ইটের আঘাতে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন দলিল লেখক রাজু আহমেদ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তি জয়পুর গ্রামের গোলাম হালসোনার ছেলে রাজু আহম্মেদ। তিনি সাব রেজিস্ট্রার অফিসে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত একজন দলিল লেখক (লাইসেন্স নং-৩৫)। আহত রাজুর অভিযোগ, জমি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণের পর তা অন্য মুহুরিরা ছিঁড়ে ফেলেন। এতে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বিষয়টি মেহেরপুর জেলা সেনাবাহিনী ও তাঁর সরাসরি কর্মকর্তাকে জানান।

আজ বৃহস্পতিবার একটি প্রশিক্ষণ চলাকালীন দুপুরের খাবারের সময় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে শহিদুল মুহুরি, জমির মুহুরি ও তাদের সহযোগীরা রাজুর ওপর অতর্কিত হামলা চালান। রাজুর দাবি, তিনি

আশেপাশের মুহুরিদের কথাবার্তা ও আচরণে আগে থেকেই শঙ্কিত ছিলেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত দেখে পাশের একটি স্কুলে আশ্রয় নেন। কিন্তু হামলাকারীরা বাইরে থেকে লোক ডেকে এনে স্কুলের ভেতরে ঢুকে আমাকে পিটিয়ে ও ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে এতে আমি গুরুতর আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়ি। পরে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত দলিল লেখক শহিদুল ইসলাম বলেন, আমি এবিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। আমি প্রশিক্ষণ শেষে আমার ঘরে বসে খাচ্ছিলাম এ সময় রাজু আমার ঘরে এসে মুহুরী হযরতকে গালিগালাজ করতে থাকে, আমি নিষেধ করলে আমার উপর উত্তেজিত হয়ে আমাকে গালিগালাজ করে এবং আমাকে আচমকা ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেয় এ সময় আশেপাশের মুহুরিরা প্রতিবাদ করলে সে পালিয়ে যায় পরে কি হয়েছে আমি কিছুই জানিনা। আমার বিষয়ে সে যদি কিছু বলে থাকে সব মিথ্যা কথা বলেছে।

এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনার তদন্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন আহত রাজু আহম্মেদ ও তার পরিবার।

ঘটনার বিষয়ে মুজিবনগর সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক কমিটির সভাপতি আফাজ উদ্দিন মুহুরীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ঘটনার সময় তিনি নামাজে ছিলেন এবং এই ঘটনার বিষয় তিনি কিছুই জানেন না।

ঘটনার বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, ঘটনাটি তিনি শুনেছেন কিন্তু এখনও কোন লিখিত অভিযোগ পাননি লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরে ‘তারুণ্য নির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণ’ শীর্ষক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই গরুগুলোর শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়। শুরু হয় বিষক্রিয়ার উপসর্গ; গরুগুলো একে একে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

খামারি আরও জানান, গরুগুলোর চিকিৎসার জন্য স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করা হয়। পরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গিয়ে গরুগুলোকে চিকিৎসা দেন এবং খামারিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। তৎপরতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পাঁচটি গরু মারা যায়।

মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা হারিসুল আবিদ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শসার জমিতে কীটনাশক ছিটানো হয়েছিল এবং সেই জমির ঘাস খাওয়ার ফলে গরুগুলোর শরীরে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। বিষয়টি আরও ভালোভাবে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ক্ষতিগ্রস্ত খামারি আব্দুল লতিফ এ ঘটনায় অর্থনৈতিকভাবে বড় ধাক্কা খেয়েছেন বলে জানান। তিনি প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবিও জানিয়েছেন।

মুজিবনগরে দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বিশেষ অভিযানে আনিচুর রহমান (৩০) নামে দুই বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আনিচুর রহমান মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত সাদ আলীর ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে আজ সোমবার বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

অবৈধভাবে ভৈরব নদের মাটি বিক্রির মচ্ছব, প্রশাসন নিরব

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুরে অবৈধভাবে ভৈরব নদের খননকৃত মাটি বিক্রির ধুম পড়েছে। রাতের আধারে এক্সকাভেটর মেশিন দিয়ে মাটি কেটে ড্রাম ট্রাকে করে ওই মাটি বিক্রি করা হচ্ছে এলাকার ইটভাটাসহ বিভিন্ন স্থানে। প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় এলাকবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

তবে উপজেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে মাটি বিক্রির কোন নিলাম হয়নি। যারা মাটি কাটছেন তারা অবৈধভাবে এ মাটি বিক্রি করছেন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় মাটি বিক্রির কিছু ভিডিও ও ছবি শেয়ার করা হলে বিষয়টি নতুন ভাবে আলোচনায় আসে। তারা জেলা প্রশাসন ও উপজেলার প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগও তোলেন।

গত শনিবার সকালে সরেজমিনে মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুর গ্রামে গিয়ে জানা গেছে, প্রায় বছর খানেক ধরে ভৈরব খননের এ মাটি বিক্রি করছে স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু ব্যবসায়ী। আওয়ামী লীগের আমলে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর লোকজন এ মাটি বিক্রি করতেন। ৫ আগষ্টের পর বিএনপির কিছু প্রভাবশালী এ মাটি বিক্রি করছেন বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করছেন। ক্ষমতার পালাবদল হয়ে মাটি বিক্রির লোকজনও পালাবদল হয়েছে, তবে মাটি বিক্রি থামেনি। তবে দিনের বেলায় তাদের দেখা মেলেনি, তাদের সাথে যোগাযোগ করাও যায়নি। স্থানীয়দের চোখে মুখে ক্ষোভ ও অসন্তোষ থাকলেও তারা ভয়ে কথা বলতে চাননা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে অভিযোগ করে বলেন, লাল্টু, গবাসহ বেশ কয়েকজন মাটি ব্যবসায়ী ক্ষমতার দাপটে রাতের আধাঁরে মাটি কেটে ইটভাটাসহ এবং বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করছেন। ভৈরব নদের মহাজনপুর তীরে মাটির স্তুপ দিয়ে পাড় তৈরি হলেও অপরদিকে বাবুপুরে প্রায় এক

কিলোমিটার জমির মাটি কেটে নিয়ে ভৈরব নদের পাশে ওয়াক ওয়ে পর্যন্ত সমতল করা হয়েছে। ফলে বর্ষাকালে ওই এলাকা ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

মশিউর রহমানের মালিকনাধীন এসএমবি ইটভাটায় দেখা যায়, যে পরিমান মাটির স্তুপ করা হয়েছে, সে মাটি কয়েকবছর ইট প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

এ ব্যাপারে মুজিবনগর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি, বিএনপি নেতা ও এসএমবি ইটাভাটার মালিক মশিউর রহমান বলেন, ‘এলাকার লাল্টু ও গবা নামের কয়েকজন দালাল মাটি কেটে বিক্রি করছেন। আমাদের ইউনিয়নে ৬টি ইটভাটা। কিন্তু মাটিগুলো বাইরে চলে গেলে আমাদের ইটভাটা চালানো কঠিন হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতার সময় সাবেক চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু টেণ্ডার করে মাটি বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন। ওই সময় আমরা মাটি কিনে রেখেছি। নতুন করে কোন টেণ্ডার না হওয়ায় ওই মাটি আমরা কিনতে পারছি না। কিন্তু মাটি ঠিকই ওই দালালরা কেটে বাইরে বিক্রি করছে। এ বিষয়ে ইউএনও সাহেবকে বলেছি মাটি টেণ্ডারের ব্যবস্থা করতে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এবং গত শুক্রবারে তিনি ওই এলাকা পরিদর্শনও করেছেন’।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী হান্নান প্রধান বলেন, মহাজনপুর এলাকায় ভৈরব নদ খননের ফলে নদের মাটি ভৈরবের পাশে রাখা হয়েছে। সে মাটি স্থানীয় কৃষকদের জমিতেও রাখা হয়েছে। তবে ওই এলাকায় কোন কৃষক কিংবা কেউই মাটি ক্রয়ের জন্য বা সরিয়ে নেওয়ার জন্য আবেদন করেননি। এমনকি এখনো পর্যন্ত মাটি বিক্রির কোন নিলাম হয়নি।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল বলেন, ‘অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত শুক্রবার আমি টিম নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শন করেছি। মাটি বিক্রির চিত্র দেখতে পাই। ওখানে গিয়ে জানতে পারি কিছু অসাধু লোক রাতে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেখানে ইনফর্মার লাগিয়ে রেখেছি। রাতে হলেও আমরা তাৎক্ষনিক অভিযান চালিয়ে ওই সকল মাটি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে’।

মুজিবনগরে ভুয়া চিকিৎসকের ৩ মাস , সহযোগীর ১ মাস জেল

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় যতারপুরে চিকিৎসা ক্যাম্প থেকে তাফহিমুল হুসাইন (৩৭) নামের এক ভূয়া চিকিৎসকের ৩ মাস কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ শনিবার দুপুর ২টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল এ অভিযানপরিচালনা করেন। একই সঙ্গে দণ্ডিত ভুয়া চিকিৎসকের সহযোগী সাগর আলীর (২৩) ১ মাস কারাদণ্ড এবং গাড়ি চালক ইমনের ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দণ্ডিত ভ’য়া চিকিৎসক তাফহিমুল হুসাইন ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার বহরমপুর গ্রামের মনিরুজ্জামানের ছেলে । তার শ্বশুর বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে। সহযোগী সাগর আলী গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে এবং গাড়িচালক ইমন একই উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত জানান, হামিদুল ইসলাম প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র নামে যতারপুরে চক্ষু চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প করে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন তাফহিমুল হুসাইন। তার চিকিৎসা সেবা নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে সন্দেহসৃষ্টি হলে তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার সুপ্রিয়া গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় ওই চিকিৎসকের বিএমডিসি ও বিডিএসের কোন সনদ না থাকা এবং অন্য চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ব্যবহার করে তিনি এ চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন বলে ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রমান পায়। এ অভিযোগে ভুয়া চিকিৎসকের ৩ মাস, তার সহযোগীর এক মাস এবং গাড়ি চালকের ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল বলেন, তিনি বিএমডিসি বা বিডিএসের কোন রেজিস্ট্রেশন দেখাতে পারেননি।তিনি ভ’য়া চিকিৎসক হিসেবে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে প্রতারণা করছেন। এরআগেও তিনি খাগড়াছড়িতে এ ধরণের অপরাধের কারণে জেল খেটেছেন। তিনি বারবার এ ধরণের অন্যায় কাজ করছেন। যে কারণে মেডিক্যাল প্রাকটিশনার আইনে এ

[illegible]